



8929 - রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার হাকিকত

প্রশ্ন

প্রশ্ন: রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনা বলতে কী বুঝায়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। রাসূলগণের প্রতি ঈমান চারটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। সেগুলো হচ্ছে- এক:

সুদৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক কওমের জন্য তাদের মধ্য হতে একজনকে রাসূল (বার্তাবাহক) করে পাঠিয়েছেন। যিনি তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদত (উপাসনা) করার এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছুই ইবাদতকে অস্বীকার করার দাওয়াত দেন। সকল রাসূল সত্যবাদী, সত্যায়নকারী, পুণ্যবান, সঠিক পথের দিশারী, তাকওয়াবান ও বিশ্বস্ত। আল্লাহ তাঁদেরকে যা কিছু দিয়ে প্রেরণ করেছেন তারা তা পরিপূর্ণভাবে পট্টে দিয়ে দিয়েছেন। কোন অংশ গোপন করেননি বা পরিবর্তন করেননি। নিজেকে কোন সংযোজন বা বিয়োজন করেননি। “রাসূলগণের দায়িত্ব তটা শুধুমাত্র সুস্পষ্ট বাণী পট্টে দিয়ে দায়ো।” [সূরা নাহল, আয়াত: ৩৫]

-এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, প্রথম রাসূল হতে শেষে রাসূল পর্যন্ত সকলের দাওয়াতের মূল বিষয় ছিল একটাই- বিশ্বাস-শ্রণীয়, বচন-শ্রণীয় ও কর্ম-শ্রণীয় যাবতীয় ইবাদত বা উপাসনা শুধুমাত্র এক আল্লাহর জন্য পালন করা এবং অন্য সব উপাস্যকে অস্বীকার করা। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী- “আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই করেছি যে- নই কোন উপাস্য আমি ব্যতীত; সুতরাং আমারই ইবাদত কর।” [সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ২৫] এবং তাঁর বাণী “আপনার পূর্বে আমি যাদের রাসূল প্রেরণ করেছি, তাদেরকে জিজ্ঞাসে করুন, দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত আমি কি কোন উপাস্য স্থাপন করেছিলাম ইবাদতের জন্যে?” [সূরা যুখরুফ, আয়াত: ৪৫]। এগুলো ছাড়াও আরও অনেকে আয়াতে কারীমা রয়েছে।

কিন্তু অবশ্য পালনীয় আমল (ফরজ) ও আইন-কানুন এক রাসূল থেকে অন্য রাসূলরােটা ভিন্ন হতে পারে। এক রাসূলরাে উম্মতের উপর যে নামায-রোজা ফরজ করা হয়েছে অন্য রাসূলরাে উম্মতের উপরে সেসব হয়তো ফরজ করা হয়নি। এক রাসূলরাে উম্মতের উপরে যে বিষয়গুলো হারাম করা হয়েছে অন্য রাসূলরাে উম্মতের জন্য সেসব বিষয় হয়তো হালাল করা হয়েছে- আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষাস্বরূপ। যেনে আল্লাহ যাচাই করে নতিনে পারনে “তোমাদের মধ্য কের কর্মে উত্তম”।

এর পক্ষ দলিল হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী- “আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি শরিআ ও মনিহাজ (আইন ও পথ)

দিয়েছে।”[সূরা মায়দা, আয়াত: ৪৮] ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, অর্থাৎ- পথ ও আদর্শ (দিয়েছে)। মুজাহিদ, ইকরমিসহ মুফাসসরিদরে আরও অনেকে একই রকম মত দিয়েছেন। সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলমি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “নবীরা হচ্চেন- বৈমাত্রয়ে ভাইয়ের মত। তাদের মা আলাদা আলাদা; কিন্তু ধর্ম অভিন্ন।” অর্থাৎ সকল নবীর মূল ধর্মবিশ্বাস এক। সটো হচ্চে- তাওহীদ। যে তাওহীদ দিয়ে আল্লাহ তাআলা সকল রাসূলকে প্রেরণ করছেন এবং সকল কতিব উল্লেখ করছেন। কিন্তু আদর্শে-নষিধে বা হালাল-হারামের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের রাসূলের শরিয়ত (অনুশাসন) ভিন্ন ভিন্ন। কারণ বৈমাত্রয়ে ভাইদের পতি এক, কিন্তু মা ভিন্ন হয়ে থাকে। -যে ব্যক্তি কোন একজন রাসূলের রাসূলত্বকে অস্বীকার করল সে যেন সকল রাসূলকে অস্বীকার করল। “নূহের সম্প্রদায় রাসূলগণকে মথিয়ারূপ করেছে।”[সূরা শূআরা, আয়াত: ১০৫] এ আয়াত আল্লাহ তাআলা বলছেন, নূহের সম্প্রদায় সকল রাসূলকে অস্বীকার করেছে। অথচ তারা যে সময়ে নূহ (আলাইহিস সালাম) কে মথিয়া প্রতাপিন করছেলি তখন পর্যন্ত নূহ আলাইহিস সালাম ছাড়া আর কোন রাসূল প্রেরিত হননি। দুই:

রাসূলদের মধ্যে যাদের নাম আমরা জানতে পেরেছি তাদের নামসমূহের প্রতি ঈমান আনা। যমেন- মুহাম্মদ, ইব্রাহিম, মূসা, ঈসা, নূহ (আলাইহিমুস সালাম)। আর যাদের নাম জানা যায়নি তাদের প্রতি এজমালভাবে ঈমান আনা। যমেন কুরআনে এসেছে- “রসূল বিশ্বাস রাখনে ঐ সমস্ত বিষয়ের উপর যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফরেশে তাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোন তারতম্য করনি। তারা বলে, আমরা শুনছি এবং কবুল করছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাভর্তন করতে হবে।”[সূরা বাকার, আয়াত: ২৮৫] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “আমি আপনার পূর্বে অনেকে রসূল প্রেরণ করছি, তাদের কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে ববিত করছি এবং কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে ববিত করনি।”[সূরা গাফরে, আয়াত: ৭৮]

আমরা আরও ঈমান রাখি যে, সর্বশেষে রাসূল হচ্চেন- আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর পরে আর কোন নবী নাই। আল্লাহ তাআলা বলেন: “মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পতি নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষে নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।”[সূরা আহযাব, আয়াত: ৪০] সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলমি সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী (রাঃ) কে খলিফার দায়িত্বে রেখে তাবুক অভিযানে বের হন। তখন আলী (রাঃ) বলেন: আপনি কী আমাকে নারী ও শিশুদের (দুর্বলদের) দায়িত্বশীল বানালেন!! তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: মূসা (আঃ) এর প্রতিনিধি হিসেবে হারুন (আঃ) যে মর্যাদা পেয়েছেন আমার প্রতিনিধি হিসেবে তুমি সে মর্যাদা পেয়ে কি সন্তুষ্ট নও!! তবে আমার পরে কোন নবী নাই।” আল্লাহ তাআলা অন্য নবীদের উপর আমাদের নবীকে বেশে কিছু বিশেষত্ব দিয়েছেন। যমেন- ১. আল্লাহ তাআলা তাঁকে সমস্ত জনি ও ইনসান এর নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন। অথচ পূর্ববর্তী নবীগণ শুধু তাঁদের কওমের নকিট প্রেরিত হত।



২. একমাসের সম পরিমাণ দূরত্বে অবস্থানরত শত্রুর অন্তরে ভয়রে সঞ্চার করার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করতেন।

৩. সমস্ত জমিনকে তাঁর জন্য সজিদার স্থান ও পবিত্র করা হয়েছে।

৪. তাঁর জন্য গণমিতরে মাল খাওয়া হালাল করা হয়েছে; অথচ তাঁর পূর্বে কারো জন্য তা হালাল ছিল না।

৫. মহা শাফায়াত।

এগুলো ছাড়াও আরো অনেকে বিশেষত্ব আল্লাহ তাঁকে দান করছেন। তিনি:

সত্য সংবাদে ভিত্তিতে তাদের ব্যাপারে যা কিছু জানা যায় সেগুলোর প্রতি ঈমান রাখা।

চার:

আমাদের নকিট যে রাসূল প্রেরিত হয়েছেন তাঁর শরিয়তের আলোকে আমল করা। তিনি হচ্ছেন সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যিনি সকল মানুষের কাছে প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: “অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদে ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বচিরক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নবে।” [সূরা নসি, আয়াত: ৬৫]

জনে রাখুন, রাসূলদের প্রতি ঈমান আনার বশে কিছু ভাল ফলাফল রয়েছে। যমেন- ১. বান্দার প্রতি আল্লাহর রহমত ও গুরুত্বের বিষয়টি উপলব্ধি করা। যেহেতু বান্দাকে সরল-সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দায়ের জন্য এবং ইবাদতের পদ্ধতি বর্ণনা করার জন্য আল্লাহ রাসূল পাঠিয়েছেন। এককভাবে মানব-মস্তিষ্ককে পক্ষে যা উদ্ঘাটন করা সম্ভবপর ছিল না।

২. এই ন্যায়মতের জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

৩. রাসূলগণকে ভালোবাসা, তাঁদেরকে সম্মান করা, যথোপযুক্ত পদ্ধতিতে তাঁদের প্রশংসা করা। যেহেতু তাঁরা আল্লাহর রাসূল, তাঁরা তাঁর ইবাদত করছেন, তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন এবং উম্মতকে সৎ পরামর্শ দিয়েছেন।

(দেখুন আলামুস সুন্নাহ আল-মানশুরা, পৃষ্ঠা ৯৭-১০২ ও শারহুল উসুল আস্ ছালাসা, পৃষ্ঠা ৯৫-৯৬)